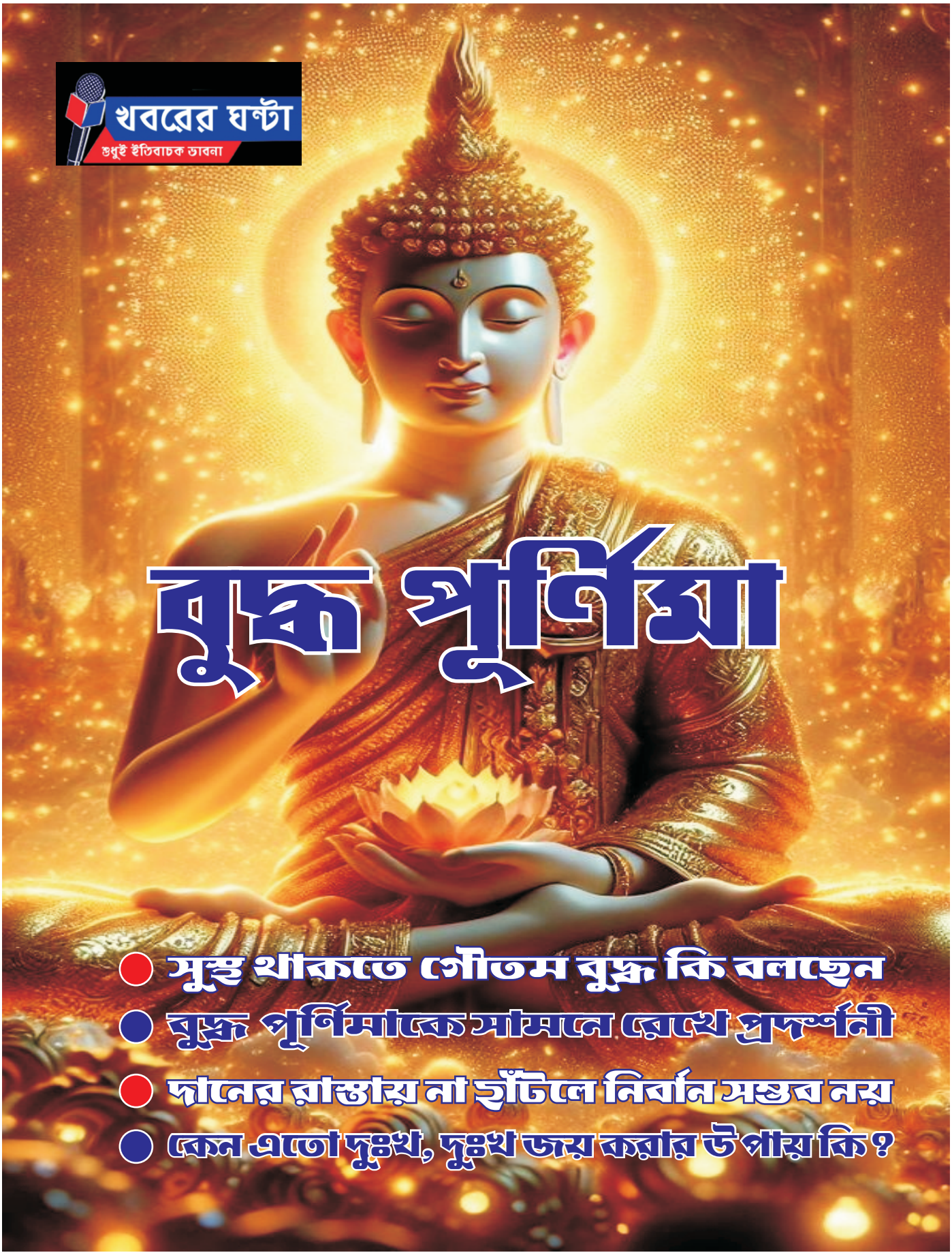
খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
বুদ্ধ পূর্ণিমা
সুস্থ থাকতে গৌতম বুদ্ধ কি বলছেন
বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সামনে রেখে প্রদর্শনী
দানের রাস্তায় না হাঁটলে নির্বান সম্ভব নয়
কেন এতো দুঃখ, দুঃখ জয় করার উপায় কি?

POLICY TIMES
CHAMBER OF COMMERCE

MEDICAL FAIR 2024

First Medical Fair in North Bengal

Title Partner

SI SURGICAL®
Technology for Life

Friday-Saturday

7th-8th Sept 2024

Mayfair Tea Resort Siliguri, WB

THE MEDICAL FAIR AIMS TO

- Showcase Cutting-Edge Technology
- Connect with 1000+ key stakeholders
- Platform for manufacturers & distributors to exhibit products and services
- Enable investors to explore investment opportunities
- Panel discussions, seminars, and presentations for knowledge exchange
- Policy recommendations, case studies & best practices

Organising Secretary

Akram Hoque
SG, Policy Times Chamber Commerce

Organising Chairman

Sanjoy Mukherjee
CEO & MD SI Surgical

Contact Us:

Ilyas Mirza	Prodip Adhikary	Saifur Rahman
M: 98225 79335	M: 94349 83853	M: 9719403444

E: event@thepolicytimes.com

policytimeschamber.com

TERAI NURSING INSTITUTE

APPROVED BY WBNC & INC

"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT CARD মাধ্যমে GNM NURSING COURSE এ ভর্তি করান এবং নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী ক্ষমতায়ন এ একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহন করুন

Free Addmission in Nursing GNM Course

Contact us for more information

99331-76656

www.terainursing.com

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VII Issue-10
1st May-31st May 2024 BUDDHA PURNIMA
সপ্তম বর্ষ-সংখ্যা-১০ বুদ্ধ পূর্ণীমা, ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
মে ২০২৪ বুদ্ধ পূর্ণীমা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর.....০৫
জন্মসিদ্ধ বিস্ময় বালক শঙ্কর.....কবিতা বনিক.....১২
গৌতম বুদ্ধ.....পাঞ্চালি চক্রবর্তী.....২১
ঘৃণাকে শেষ করার উপায়.....অর্পিতা দে সরকার.....২৪
ধম্মপদ.....তপন মুৎসুদ্দি.....২৭
অহিংসা ও করুনার বার্তা দিয়ে গিয়েছেন গৌতম বুদ্ধ..শুক্লা বড়ুয়া.....২৮
গৌতম বুদ্ধ নিয়ে কিছু তথ্য.....২৮

ঃঃ কবিতা ঃঃ

হে ভগবান বুদ্ধ.....তন্ময় ঘোষ.....১৬
বৌদ্ধ ধর্মে প্রভাবিত দেশ.....গোপা দাস.....১৬
অবাক হবার কিছু নেই.....কবি চন্দ্রচূড়.....১৭
আত্মত্যাগ.....রিয়া মুখার্জী.....২৭

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

শিলিগুড়িতে বিরাট মেডিক্যাল কেয়ার.....০৩
বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সামনে রেখে বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ, এবং মানব দূষণ নিয়ে অঙ্কন প্রদর্শনী.....০৭
সুস্থ থাকতে গৌতম বুদ্ধ কি বলছেন.....০৯
দানের রাস্তায় না হাঁটলে নির্বান সম্ভব নয়.....১১
কেন এতো দুঃখ, দুঃখ জয় করার উপায় কি?.....১৮
কিভাবে শান্তি আসবে?.....১৯
এই জিম সেন্টারে গিয়ে বহু মানুষ আজ নানা রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন.....২০
শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ লগ্নে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই বুটিকে....২২
পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত এবং অঙ্কন চর্চা নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে এই ছাত্রী.....২২
সাত বছর বয়সেই শরীরে চারটে অপারেশন, মা ও নার্স দিবসে অসহায় শিশুর পাশে মানবিক সহায়তা.....২৩
৮৭ বছরে পৌঁছেও দানের কাজ থেকে পিছু হটেন নি এই শিক্ষক..২৫
বুদ্ধ জয়ন্তীকে সামনে রেখে শিলিগুড়িতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, সঙ্গে রক্তদান.....২৬
জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমে অঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা...২৬

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

" নিজেই নিজের ত্রাণ কর্তা। অন্য কেউ নয়। নিজেকে সুসংহত করতে পারলে মানুষ নিজের মধ্যেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ করতে পারে।"--গৌতম বুদ্ধ।

সম্পাদকীয়

শান্তি শান্তি

এবারে ২৩শে মে বুদ্ধ পূর্ণিমা। প্রতি বছরই আসে এই পূর্ণিমা। আবার চলেও যায়। এই পূর্ণিমা শুধু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য এক বার্তা নিয়ে আসে। মহামানব গৌতম বুদ্ধ এই পূর্ণিমাতেই জন্মগ্রহন করেননি।এই পূর্ণিমাতেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন আর এই পূর্ণিমাতেই তিনি মহাপরিনির্বান লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধ আমাদের কাছে অহিংসা, শান্তি, সততা, ত্যাগ, দানশীলতা প্রভৃতি বিভিন্ন বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধ মানুষ কিভাবে শান্তিতে ও সুখে থাকবে তাঁর সত্য জানতে নিজে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। নিজের ত্যাগ স্বীকার এবং সাধনার জেরে তিনি যে দর্শন বা বিজ্ঞান বা সত্য আবিস্কার করেন তা সকলের সামনে মেলে ধরেন। আজ পৃথিবীতে আমরা যত সময় পার করছি ততই তাঁর দর্শন বা আলোর পথ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। একদল হিংস্র মানুষ পৃথিবীতে যুদ্ধের উন্মাদনা তৈরি করে আজ পৃথিবীকে দূষিত করে তুলছেন। একদল অসুর সবসময় অসৎ পথ অবলম্বন করে পৃথিবীকে বিষময় করে তুলছে। এইসব অসুরদের জন্য পৃথিবী আজ বিপন্ন হয়ে উঠছে। এই সময় এই সব অসুরদের ভালোবাসার দ্বারা বুঝিয়ে সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসা বাকি সকলের কর্তব্য। এরজন্য চাই ইতিবাচক ভাবনার প্রসার। সকলের মধ্যে ইতিবাচক ভাবনার সৎ শক্তি প্রসারিত হলে চারদিকে শান্তির পরিবেশ তৈরি হবে। আমরা তাই প্রার্থনা করবো বারবার, ওম শান্তি, ওম শান্তি।

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি

লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস

(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

শিলিগুড়িতে বিরাট মেডিক্যাল ফেয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের ৭ ও ৮ তারিখে শিলিগুড়িতে বিরাট মেডিক্যাল ফেয়ার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শিলিগুড়ির মে ফেয়ার টি রিসর্টে সেই মেডিক্যাল ফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলার উদ্দেশ্য হলো শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবাকে কিভাবে আরও জোরদার করা যায়। বহু নার্সিং হোম শিলিগুড়িতে তৈরি হয়েছে। বাইরে থেকে বিশেষ করে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন বহু রোগী শিলিগুড়ি আসেন চিকিৎসা করাতে। সেই দিকে তাকিয়ে শিলিগুড়িতে বড় বড় নার্সিং হোম বা বেসরকারি হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। এখন এইসব নার্সিং হোমে প্রতিদিন প্রচুর চিকিৎসা উপকরন প্রয়োজন হয়। কিন্তু সকল নার্সিংহোমকেই চিকিৎসা উপকরন কিনে আনতে হয় ভিন রাজ্য থেকে। কিন্তু এইসব চিকিৎসা উপকরন যদি শিলিগুড়িতেই উৎপাদন করা সম্ভব হোত তবে স্থানীয় চিকিৎসা জগত যেমন উপকৃত হোত তেমনই পরোক্ষভাবে রোগী সাধারণও উপকৃত হতেন। কেননা শিলিগুড়িতে চিকিৎসা উপকরন উৎপাদন করা হলে তবে বাইরে থেকে আর স্থানীয় বেসরকারি নার্সিং হোমের মালিকদের আর উপকরন কিনে আনতে হবে না। ফলে চিকিৎসার উপর অতিরিক্ত খরচ আদায় করার প্রক্রিয়াও বন্ধ হবে। পলিসি টাইমস চেম্বার অফ কমার্সের বিশিষ্ট অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিক আক্রাম হক প্রথম এই পরিবেশ তৈরির প্রয়াস নেন। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে শিলিগুড়িতে পা রাখছেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্প পতি সঞ্জয় মুখার্জী। সঞ্জয়বাবু এস আই সার্জিক্যাল এর সি ই ও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর। গোটা বাংলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গও কিভাবে শিল্প কারখানায় এগিয়ে যাবে তারজন্য সঞ্জয়বাবু ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। চিকিৎসা উপকরন তৈরির জন্য এস আই সার্জিক্যাল পা রাখছে শিলিগুড়ি লাগোয়া ফুলবাড়িতে। তার পাশাপাশি সঞ্জয়বাবু ফুলবাড়িতে একটি মেডিক্যাল মল তৈরির প্রয়াসও নেন। সেই মেডিক্যাল মল গোটা উত্তরপূর্ব ভারতে এক নতুন দিশা। এরমধ্যেই সঞ্জয়বাবু এবং আক্রামবাবু চান শিলিগুড়ির আশপাশে আরও চিকিৎসা উপকরন তৈরির কারখানা হোক। সেই দিকে তাকিয়ে এক শিল্পের পরিবেশ তৈরির জন্য গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে এই প্রথম শিলিগুড়িতে মেডিক্যাল ফেয়ার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর। সেই ফেয়ারের সংগঠক কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় মুখার্জী আর সংগঠক সম্পাদক হলেন আক্রাম হক।

আক্রাম হক জানিয়েছেন, তিনি চাইছেন উত্তরবঙ্গে শিল্পের পরিবেশ তৈরি হোক। তারজন্য অনেকদিন ধরে তাদের পলিসি টাইমস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তারা চাইছেন এখানে কর্মসংস্থান। উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের কাজের সন্ধানে যাতে বাইরে আর ছুটতে না হয় তারা সেটাই চাইছেন। সেদিকে তাকিয়েই এই মেডিক্যাল ফেয়ার। সেই মেডিক্যাল ফেয়ারে তাঁরা সব নার্সিং হোম, ক্লিনিক, চিকিৎসক , স্বাস্থ্য কর্মী সকলের অংশগ্রহন চাইছেন। সেই ফেয়ারে উৎপাদক ও পরিবেশকরা তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করতে পারেন। বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের জন্যও সেখান থেকে আবেদন জানানো হবে। মেডিক্যাল প্রযুক্তি ও কারখানা তৈরি নিয়ে সেই মেলাতে পরস্পর আলোচনা বা প্যানেল ডিসকাশন, সেমিনার ইত্যাদিও হবে। উত্তরবঙ্গে এই ধরনের মেলা এই প্রথম।

With Best Compliments From:

PH.NO. 0353-2660293

''If You Light a Lamp for somebody,
it will also brighten your path.''

''Peace comes from within.
Do not seek it without.''

BARUA & CO

TARASHANKAR ROAD, DESHBANDHU PARA
PO.SILIGURI TOWN, DIST.DARJEELING , PIN-734004

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --১৫)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুঁয়ে হ্যাঁয়।' মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে । যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী , সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হোয় যায়গী।' কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।--মুসাফীর।)

(গত সংখ্যার পর)

আমার বাবা অফিসের কাজে মাঝে মাঝে বাইরে যেতে এবার বিভিন্ন জায়গা ইন্সপেকশন করতে হবে। রিফিউজী ক্যাম্পগুলো দিল্লি থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। প্রায় দিন পনেরো কহলগাঁওতে থাকতে হবে। গঙ্গার ধারে পাহাড়ি অঞ্চল খুব সুন্দর জায়গা। মাকেও যেতে হবে নইলে বাবার খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা হবে। আমাকে দাদুর বাড়িতে থাকতে হবে। রেজাল্ট বেরুলে পরে আমি ও অনু কদিনের জন্য কহলগাঁও যাবো। বুল্টির চলে যাওয়ার কষ্টটা অনু ওর পুরো নাম অনুরাধা আর নিবিড় ভালবাসা দিয়ে আমাকে অনেকটাই সামলে দিয়েছে। আমি কখন যে নিজের অজান্তে ওকে এতটাই ভালবেসে ফেলেছিলাম আমি নিজেই বুঝিনি। পরবর্তী একটা ঘটনা যা আমার

জীবনের সমস্ত রঙগুলোকে প্রায় মুছে দিয়েছিল তখন এই অনু যাকে আমি রাধা বলতাম আমাকে শক্ত হাতে ধরে না রাখলে কোথায় ভেসে যেতাম তার ঠিক নেই। আমি সুযোগ পেলেই রাধাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতাম। রাধার এ বিষয়ে কোন কৃপনতা ছিল না। উল্টে ওই অনেক সময় আমায় আদর করে চুমু খেতো কারণ ওর ভেতরে অতৃপ্তি ছিলই মৌসাজী হঠাৎ করে চলে যাওয়ার জন্য। বেশ বোঝা যেতো খুব তৃষার্ত ছিলো ভালবাসার জন্য। রক্ষনশীল পরিবারে খুব যত্নের সঙ্গে মানুষ হয়েছিল, তাহলেও মনের গঠনটা খুব উদার এবং সংস্কারমুক্ত ছিল। তাই আকাশে উড়ন্ত পাখির মতো হঠাৎ করে আহত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে যখন ছটফট করছিলাম, ঠিক তখন অনু যে আমার রাধা আমাকে ওই অবস্থা হতে উদ্ধার করেছিল। অবশ্যই এই সবকিছুর পেছনে আমার মায়ের অপ্রত্যক্ষ এবং অভয় হস্তক্ষেপ ছিলো। যা বোঝার মতো ম্যাচিউরিটি তখন আমার ছিল না।(ক্রমশ)

বুদ্ধ জয়ন্তী তিথিতে শান্তির বার্তা

বুদ্ধ পূর্ণিমা

বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে এক আলোকবর্তিকা এবং মানব ইতিহাসে এক স্মরনীয় দিন। এই অশান্ত বিশ্বে মানুষে মানুষে হানাহানি,বিদ্বেষের জয়গান, বিচ্ছিন্নবাদের প্রশস্তি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যেতে হবে। তাই এই পবিত্র দিনে প্রার্থনা করি, রণোন্মুক্ত অশান্ত ভুবনে নেমে আসুক তথাগত বুদ্ধের প্রেম, প্রীতি, মৈত্রী,করুণা, ক্ষমা, ত্যাগ-তিতিক্ষা,অহিংসা, নিঃস্বার্থপরতা ও আত্ম সংযমের আদর্শ। মুছে যাক স্বার্থের সংঘাত ও লোভ, দ্বেষ, মোহজনিত ধ্বংসলীলা। সূচিত হোক বুদ্ধ বাণীর নবজাগরন। সুপ্রতিষ্ঠিত হোক অনাবিল বিশ্ব শান্তি। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়ে উঠুক--

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।।।

দেবপ্রিয় বড়ুয়া

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতি হাইস্কুল
এবং প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, ফাটাপুকুর শীলানন্দ বৌদ্ধ বিহার, জলপাইগুড়ি।

বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সামনে রেখে বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষন এবং মানব দূষন নিয়ে অঙ্কন প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে। বাড়ছে পরিবেশ দূষনও। সেই সঙ্গে বাড়ছে মানব দূষনও। এই তিনটি জরুরি সমস্যা প্রসঙ্গে একদল চিত্র শিল্পী ছবি আঁকছেন। তাদের আঁকা ছবি ময়নাগুড়ির আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শিত হবে। ১৯শে মে থেকে সেই ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। ২২শে মে সেই ছবিগুলো থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে বেছে নেবেন দর্শকরা। ২৩শে মে বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সামনে রেখে সেই সব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ময়নাগুড়ির সার্বজনীন বুদ্ধ জয়ন্তী কমিটি। ২৩শে মে বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সামনে রেখে ময়নাগুড়ি বৌদ্ধ শান্তি বিহারে সার্বজনীন বুদ্ধ জয়ন্তী কমিটি বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নিয়েছে। সেই বুদ্ধ জয়ন্তী কমিটির তরফে অন্যতম কর্মকর্তা চন্দন বড়ুয়া জানিয়েছেন, ২৩শে মে শাক্য সিংহ গৌতম বুদ্ধের জন্মজয়ন্তী। সেদিন আবার তাঁর জ্ঞানার্জন বা মহাপরিনির্বান দিবস। সেই উপলক্ষ্যে ২৩শে

সকলকে বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা

SUKLA BARUA

SUKLA GUEST HOUSE

SUKLA HOUSE
SOS ROAD, AZARA
NEAR STPI.
Guwahati, ASSAM-781015

মে তারিখে সকাল থেকে ময়নাগুড়িতে বুদ্ধ স্নান, পতাকা উত্তোলন, সামগ্রিক পুণ্যার্থীদের বুদ্ধ বন্দনা, সকলের জন্য আহার, মহামঙ্গল সূত্র পাঠ, রোগী ও স্বাস্থ্য বন্ধুদের জন্য মিস্টি ও ফল বিতরন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এরপরে সেদিনই সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত সমগ্র মানুষের জন্য সরবতের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দুপুর একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত আহারের বন্দোবস্ত। তারপর প্রধান মঞ্চে উদ্বোধনী সঙ্গীত এবং ক বিভাগের নৃত্য দিয়ে আরও অনুষ্ঠান শুরু। পাঁচটা পর্যন্ত সেই অনুষ্ঠান চলবে। এরপর সমগ্র বিশিষ্ট অতিথি, সমাজসেবী এবং সুনাগরিকদের সংবর্ধনা প্রদান। মোট ২১ জনকে সংবর্ধনা করা হবে। তারপরে নৃত্য প্রতিযোগিতা চলার ফাঁকে ফাঁকে বিশিষ্ট অতিথি, প্রাজ্ঞ পন্ডিত, অধ্যাপক, উপাচার্যরা বুদ্ধ শিক্ষা, বুদ্ধ দর্শন নিয়ে আলোচনা করবেন। সেই আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আবার নৃত্যানুষ্ঠান হবে। সবশেষে পুরস্কার বিতরন। ২৩শে মে বুদ্ধ জয়ন্তী পালনের আগে ২২শে মে গৌতম বুদ্ধ, বুদ্ধ সংশ্লিষ্ট প্রকৃতি নিয়ে ছবি অঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতা হবে। এছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর, রাহুল সাংকৃত্যায়ন নিয়ে বুদ্ধ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতায় প্রবন্ধ সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হবে। ২২শে মে জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি মিলিয়ে এক বিশ্ব শান্তি শোভাযাত্রাও বের হবে। তাতে বুদ্ধ অনুরাগী বিভিন্ন মানুষ অংশ নেবেন।

সুস্থ থাকতে কিভাবে খাবেন, গৌতম বুদ্ধ কি বলছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ বৈশাখি পূর্ণিমাতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। এই সময়ই তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। এই সময়ই তিনি আবার মহানির্বান লাভ করেন। মানুষ কিভাবে ভালো থাকবে তারজন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। তিনি মানুষের খাদ্য গ্রহন কেমন হবে তার দর্শনও দিয়ে গিয়েছেন। প্রথমত নিরামিষ খাদ্য গ্রহন করতে হবে। কেননা তিনি প্রানী হত্যার চরম বিরোধী ছিলেন। হিংসাকে তিনি বারবার বর্জন করতে বলেছেন। দ্বিতীয়ত গৌতম বুদ্ধ বারবারই কিন্তু বলে গিয়েছেন সুস্থ থাকতে হলে পরিমিত আহার গ্রহন করতে হবে। গৌতম বুদ্ধ সেই পরিমিত আহারের রাস্তাতেই সবসময় চলতেন। পরিমিত আহারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন, প্রতিবেলা খাবারের মধ্যে কিছু সময় না খেয়ে থাকুন। দিনের কিছু সময় না খেয়ে থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। এতে হজম ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। আর শরীরের অতিরিক্ত ওজনও কমে যায়।আজকাল চিকিৎসকরাও কিন্তু অল্প করে কিছু সময় বাদে বাদে বারবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

তিনি কখন সকালের জলখাবার খাবেন তা গৌতম বুদ্ধ প্রতিদিন লিখে রাখতেন। সকালের জলখাবার আবার রাতের খাবারের মধ্যে বারো ঘন্টার ব্যবধান রাখতেন তিনি। শরীরে অতিরিক্ত মেদ যাতে না জমে তারজন্যই এই ব্যবধান। খাবারে চিনি বা লবন কোনোটাই গ্রহন করতেন না তিনি। শান্ত মনে তিনি সবসময় খাবার খেতেন। তবে চিনি বা লবনের পরিবর্তে তিনি মধু গ্রহন করতেন। আর ফল বেশি করে খেতেন। ফলের সঙ্গে সয়াবিন, দুধ, সব্জি খাওয়ার কথা তিনি বলেছেন।

With Best Compliments From :

Cell : +91 9933915891
+91 8617445973
E-mail : karunasociety2005@gmail.com

KALCHINI KARUNA CHARITABLE SOCIETY

NIMTI DOMOHANI, KALCHINI-735217, ALIPURDUAR, WEST BENGAL, INDIA

HIS ABSENCE IS A SILENT GRIEF,
HIS LIFE A BEAUTIFUL MEMORY
IN LOVING MEMORY OF
SRI MANGAL SUBBA
1949--2006

GONE BUT NEVER FORGOTTEN -
NOTHING WILL EVER TAKE YOUR PLACE
IN LOVING MEMORY OF
BHIKKHU BODHIPALA
DEC 20, 1968 -- JULY 27, 2020

Activities : Karuna Vidyapeeth ⬟ Free Medical Clinic ⬟ Humanitarian Relief

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY
निःस्वार्थ सेवा

BHAKTINAGAR SHRADDHA

WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR,
WARD NO. 40, SILIGURI-734006

দানের রাস্তায় না হাঁটলে নির্বান সম্ভব নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ আমরা অনেকেই দান সম্পর্কে অনেক কথা শুনি। সংসারে অনেক মানুষের অর্থ আছে। কিন্তু তাঁরা সহজে দান করতে চান না। অনেক অর্থবান ব্যক্তি বড়ই কৃপন। তাঁরা আরও চাই, আরও চাই করতে থাকেন। কিন্তু কাওকে কোনো দান করতে চান না। কিন্তু দান করলে কি হয়, দানে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য কি, সেটাও তাঁরা বোঝেন না। তাঁরা শুধু ভোগ কিনতে চান। ভোগের পিছনেই তাঁরা ছোটেন। ফলে ভোগ মানে দুঃখ কষ্টও তাদের পিছু ছাড়ে না। এক কষ্ট যায়তো আরেক কষ্ট তাদের কপালে চলে আসে। অর্থ দিয়ে তাঁরা একবার দুঃখ কমাতে চেষ্টা করেনতো আবার কষ্ট চলে আসে। আসলে এই সব জড়বাদী ভোগের মানুষের অভাব রয়েছে জ্ঞানের। তথাগত খোদ বিষ্ণুর অবতার গৌতম বুদ্ধ জগতের এইসব অজ্ঞানী সম্পর্কে জানিয়ে গিয়েছেন, দান নামক রাস্তা দিয়েই নির্বানে পৌছানো সম্ভব। দান হলো অত্যন্ত জরুরি একটি মহাকাজ। নির্বান বা জগতের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দান এক বিরাট পথ।

দানের কাজ চালিয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর। দান করতে গিয়ে চাররকম বাধার মধ্যে পড়েন মানুষ। এক) অনেক মন স্থির করতে পারেন না, আমার পছন্দের সামগ্রী অন্যজনকে দান করে দেবো? আমার পছনের জিনিস আমি ত্যাগ করে দেবো? এই প্রশ্ন মনকে বিচলিত করে সকলের। সেই জিনিসের মোহ অনেকে ত্যাগ করতে পারেন না। তখন পিছিয়ে পড়েন দান কর্ম থেকে। দুই)আমার পছন্দের এই সামগ্রীটা আমি তোমায় দিলাম, এমন কথা অনেকে বলেন। আমি সামগ্রীটা দান করে দিলাম তা অনেকে বলতে পারেন না। তিন) যে সামগ্রী আমি পছন্দ করি তা নিজের হাতে তুলে দেবো অন্যকে? এই সিদ্ধান্ত হাসিমুখে খুব কমজনই নিতে পারে। চার) অনেকে দান করেও মানসিক শান্তি পান না। দান করেও তারা আফশোস করেন, এত টাকা দিয়ে দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু বেশি দিতে হলো।

দান চারপ্রকার। এক) আহার দান দুই)বস্ত্র দান বা পরিধেয় কিছু দান করা তিন) আবাস দান বা আশ্রয় বা বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা চার) ওষুধ দান বা রোগীর সেবা। আড়াই হাজার বছর আগে বৌদ্ধ ধর্মে এই চার রকম দানের কথা বলা হয়েছে।

দানের অনুশীলন সবসময় মনে চালিয়ে যেতে হয়। দানের অভ্যাস চালিয়ে গেলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। তবে উপযুক্ত পাত্রে দান করতে হয়। যারা সৎ সঙ্গ করেন, সৎ কাজে লিপ্ত তাদেরকে দানের সময় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। দানের মাধ্যমে মন উদার হয় এবং ত্যাগের শক্তি বৃদ্ধি পায়। দানের মাধ্যমে মন শুদ্ধ হয় এবং লোভ, দ্বেষ , মোহ দূর হতে থাকে। স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা প্রসারিত করে দান। মানুষের দুঃখও অনেক কমে যায় দানের মাধ্যমে।

সকলকে বুদ্ধ জন্ম জয়ন্তীর শুভেচ্ছা

"হাজারও খালি শব্দের থেকে ভাল সেই শব্দ, যা শান্তি নিয়ে আসে।"-গৌতম বুদ্ধ

সজল কান্তি বড়ুয়া

ফাটাপুকুর, রাজগঞ্জ। জেলা--জলপাইগুড়ি।

Prop. Sajal Kanti Baruah

SARITA CORNER

"A reliable stationary shop"

All kind of Library Items, Kitchen Utencils, Gift Items, Daily used Items etc available here.
Xerox, Scaning, Printing also done here

Fatapukur, Rajganj Road, Dist. Jalpaiguri

জন্মসিদ্ধ বিস্ময় বালক শঙ্কর

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

ভারতবর্ষের দক্ষিণে কেরল রাজ্যের কালাডি গ্রামে পূর্ণা নদীর তীরে বাস করতেন উচ্চবর্ণের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ শ্রী শিবগুরু ও তীর স্ত্রী বিশিষ্টা দেবী। তাদের সন্তান না থাকায় খুব দুঃখ ছিলো। তারা ভগবান শিবের উপাসনা ও পুজো করতেন। পুজোয়,আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় ভগবান শঙ্কর সর্বগুণ সম্পন্ন সন্তান হওয়ার বরদান দেওয়ার পর নিজেই তাদের পুত্র রুপে আসা উচিত মনে করেছিলেন। কিন্তু মাত্র ১৬ বছর তাঁর পরমায়ু। তাই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল শঙ্কর। বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে তাঁর জন্ম হয়।

শঙ্কর এক বছর বয়সেই মনের ভাষা প্রকাশ করতেন। দুই বছর বয়সে পুরানের কথা মুখস্ত করে নিয়েছেন। তিন বছরে চূড়াকরণ হয়। তারপরই তাঁর পিতার স্বর্গবাস হয়। পাঁচ বছরে যজ্ঞোপবীত সংস্কার হয়। তখনই গুরুগৃগে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। সাত বছরে বেদ বেদান্ত সব আয়ত্ব করে নিয়েছিলেন। সাত বছর বয়সেই গৃহে ফিরে এসে সন্ন্যাস জীবনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর বিধবা মায়ের ওই একমাত্র সম্বল সন্তানের সন্ন্যাস নেওয়ার অনুমতি তিনি দেননি। শঙ্কর ছিলেন মাতৃভক্ত। মায়ের কষ্ট হবে মনে করে তাঁরও মন খারাপ হয়। একদিন নদীতে স্নান করার সময় কুমির শঙ্করকে ধরলে সে মায়ের কাছে করুণ আর্জি জানায় যে মা তাঁকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিলে কুমির তাঁকে ছেড়ে দেবে। অগত্যা মা তখন ছেলের দীর্ঘায়ুর জন্যে সন্ন্যাসের অনুমতি দিলেন কুমির তাকে ছেড়ে দেয় । আট বছর বয়সে সন্ন্যাস নিতে চলে গেলে মাকে কথা দিয়ে গেলেন যে তিনি মায়ের মৃত্যুকালে অবশ্যই উপস্থিত হবেন। সত্যিই মায়ের

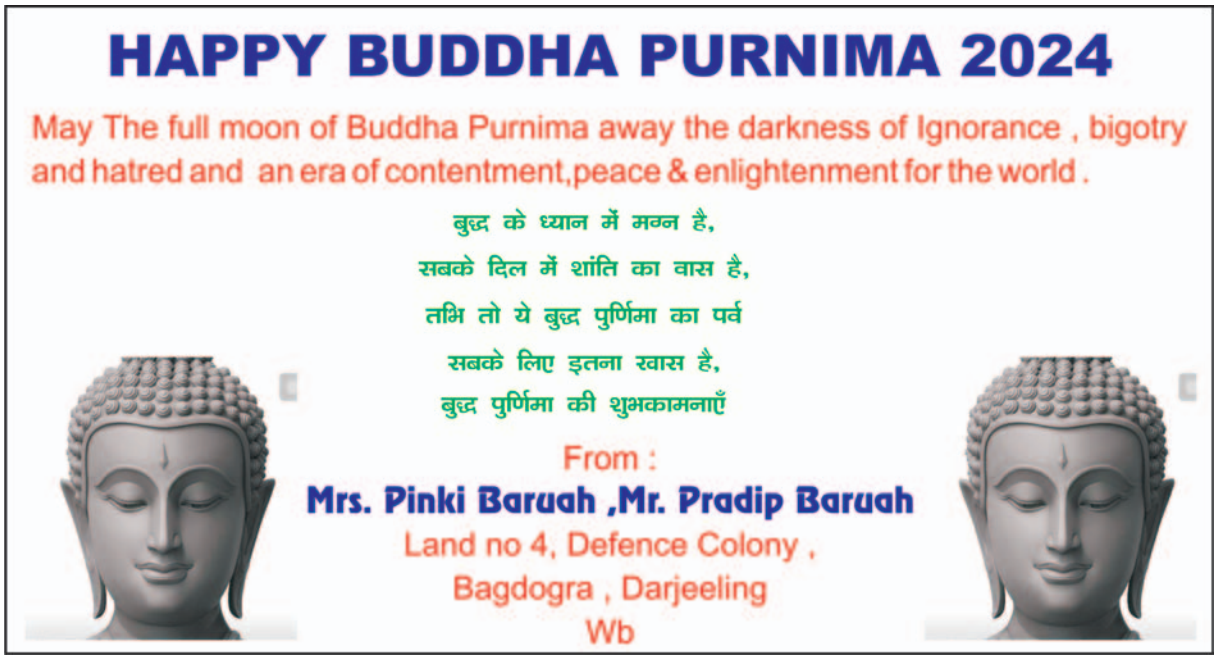

মৃত্যু সময়ে এসে দেখা দিয়ে দাহ সংস্কার করে গিয়েছিলেন।

নর্মদাদেবীর তটে স্বামী গোবিন্দ পাদের কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নেন বালক শঙ্কর। এত অল্প বয়সেই যোগসিদ্ধ হয়েছিলেন বলে গুরু কাশীতে গিয়ে বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য লিখতে বলেছিলেন। এই সময় কাশীতে তাঁর কাছে অনেকে পড়ার জন্য আসতে লাগলেন। পড়ানোর সাথে সাথে গ্রন্থ রচনাও করতে লাগলেন। ভগবান বিশ্বনাথ চন্ডাল রুপে দর্শন দিয়ে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখতে বললেন। গঙ্গা তটে এক বিদ্বান ব্রাহ্মনের সাথে আট দিন শাস্ত্র আলোচনা হয়।

পরে জানা গেল ভগবান বেদব্যাস ব্রাহ্মনরুপ ধারণ করে এসেছিলেন। বেদব্যাস খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন। নির্দেশ দিলেন অদ্বৈতবাদ প্রচার করতে। কিন্তু শঙ্করাচার্য বলেছিলেন তাঁর আয়ু তো শেষ হয়ে এসেছে। বেদব্যাসের আশীর্বাদে বত্রিশ বছর তাঁর আয়ু হয়। এই সময় অনেক তীর্থ পরিভ্রমণ করেন, প্রচুর মন্দির সংস্কার করেন, হিন্দু ধর্মের প্রচার করেন এবং প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেন।

শঙ্করাচার্য উত্তরাখন্ডে অলোকানন্দার তীরে পড়াচ্ছিলেন। তাঁর এক শিষ্য সনন্দন ছিলেন নদীর অপর পাড়ে। শঙ্করাচার্য ডাকলেন ‘ সনন্দন! এক্ষুনি এস!’ সনন্দন নদীর ওপর দিয়ে ছুটে আসতেই তার পদতলে জলের ওপর এক একটা বড় বড় পদ্মফুল ফুটতে লাগলো। শঙ্করাচার্য তাঁর নাম রাখলেন ‘ পদ্মপাদ ।’

শঙ্করাচার্য শিষ্যদের নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। কুমারিল ভট্ট খুব বড় পন্ডিত ও মীমাংসক এবং বৌদ্ধদেরও হারিয়েছেন। তিনি শঙ্করাচার্যকে শিষ্যরুপে গ্রহন করে বললেন মহীষ্মতী নগরে গিয়ে শ্রীমন্ডন মিশ্রকে হারাতে হবে। মন্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয় ভারতী ছিলেন দেবী সরস্বতীর অবতার। শঙ্করাচার্য ও মন্ডন মিশ্রের তর্কের মধ্যস্থতা করলেন মন্ডন মিশ্রের স্ত্রী বিদুষী, বুদ্ধিমতী উভয় ভারতী। তিনি দুজনকে মালা দিলেন এবং বললেন যার মালা শুকিয়ে যাবে আগে সেই পরাজিত ঘোষিত হবে। এই শাস্ত্র যুদ্ধ দেখতে পুরো মহীষ্মতী নগর যেন ভেঙে পড়েছে। আঠারোদিন ধরে যুদ্ধ চললো। শেষে মন্ডন মিশ্র আর পারলেন না, তিনি ঘেমে গেছেন তাতে তার মালা শুকিয়ে গেছে। উভয় ভারতী শঙ্করাচার্যকে বিজয়ী ঘোষনা করলেন। শঙ্করাচার্য মন্ডন মিশ্রকে সন্ন্যাস নিতে বললে উভয় ভারতী বললেন তাহলে তিনি যোগবলে দেহত্যাগ করবেন। শঙ্করাচার্য বললেন ‘মা! আমার শিষ্যেরা শৃঙ্গেরীতে মঠ স্থাপন করবে তুমি সেখানে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে থাকবে। ’ দেবী সরস্বতীর অবতার বলে আজও সেখানে

অধিষ্ঠিতা আছেন দেবী সরস্বতী। মন্ডন মিশ্রের সন্ন্যাস নাম হল 'সুরেশ্বরাচার্য'

একবার শঙ্করাচার্যের কাছে এক গরিব ব্রাহ্মন দম্পতি এসেছেন কারণ তাদের একমাত্র পুত্র বুদ্ধিহীন। সে কথা বলে না। পড়াশোনা করে না। যুবা অবস্থা প্রাপ্ত হতে চলল কিন্তু এখনও অ, আ, ক, খ শিখল না। তারা বলছেন আপনি আশীর্বাদ করলেই ও বলতে পারবে। শঙ্করাচার্য ডাকলেন শিশুটিকে। দেখেই বুঝেছেন এ সাধারণ ছেলে নয়। জিজ্ঞেস করলেন '' কস্তম? কো গন্তাসি?'' '' হে শিশু তুমি কে? কোথায় যাচ্ছ? কোথা থেকে এসেছ? তুমি আমাকে বল?" বাবা মা তো অবাক! যে শিশু কথাই বলে না তাকে আবার উনি সংস্কৃতে জিজ্ঞাসা করছেন! অদ্ভুত কান্ড! সেই শিশু মধুর সংস্কৃতে তেরো খানা শ্লোক সঙ্গে সঙ্গে রচনা করে বললেন '' আমি মানুষ নই, আমি দেবতা নই, যক্ষও নই আমি চাতুবর্ণের কোনটাই নই। আমি ব্রহ্মচারী নই। আমি গৃহস্থ নই, আমি বানপ্রস্থীও নই, তোমার মত সন্ন্যাসীও নই। তাহলে আমি কি? আমি বোধ স্বরুপ, আমি চৈতন্য।" শঙ্করাচার্য জানতেন এই শিশু জীবন্মুক্ত পুরুষ । কোন কারনে আবার জন্ম নিয়েছে।জ্ঞানী জড় ভরতের মতো। ১৩ নং শ্লোকে বলছেন--মেঘ সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে বলছে কিন্তু মেঘ কখনও সূর্যকে ঢাকতে পারে? ওই টুকু মেঘ। সূর্যতো বিশাল। মেঘ মানুষের দৃষ্টিকে ঢাকে। দৃষ্টি ঢেকে গেছে মেঘের দ্বারা। সেই রকম যে আত্মা মনে করে আমি বদ্ধ আমার জন্ম হয়েছে। আমি সংসারি, আমার মৃত্যু হবে। আমি অজ্ঞানী, আমি দুর্বল এই যে মনে করে সেই আত্মাই আমি। আমার কাছে নিত্য উপলব্ধি স্বরুপ।" পরিষ্কার জ্বলজ্বল করছে সূর্যের মত সচ্চিদানন্দ আত্মা। আমি সেই।" শঙ্করাচার্য খুব খুশি হয়ে বললেন এই ছেলে মহাজ্ঞানী। একে আমাকে দাও। বাবা, মা তো অবাক! কি হল ছেলের! শঙ্করাচার্য বলছেন এর কাছে মুক্তি হচ্ছে হস্তামলকবৎ। অর্থাৎ হাতে আমলকী রাখলে যেমন পরিষ্কার দেকা যায় তেমনি। বাবা, মা তুলে দিলেন ছেলেকে শঙ্করাচার্যের কাছে তিনি সন্ন্যাস দিয়ে নাম রাখলেন ' হস্তামলক।'

শঙ্করাচার্যের শিষ্যদের মধ্যে গিরি পড়াশোনায় দুর্বল ছিলেন। অর্থাৎ বুঝতে পারতেন না। কিন্তু মন দিয়ে শুনতেন। তার একটা বড় গুণ ছিল সেবা। সবার সেবা করতেন গিরি। একদিন গিরির অনুপস্থিতিতে শঙ্করাচার্য কিছুতেই পড়ানো শুরু করছেন না। পদ্মপাদ বিরক্ত হয়ে বললেন--গিরি তো কিছুই বোঝে না। সুতরাং ওর জন্য

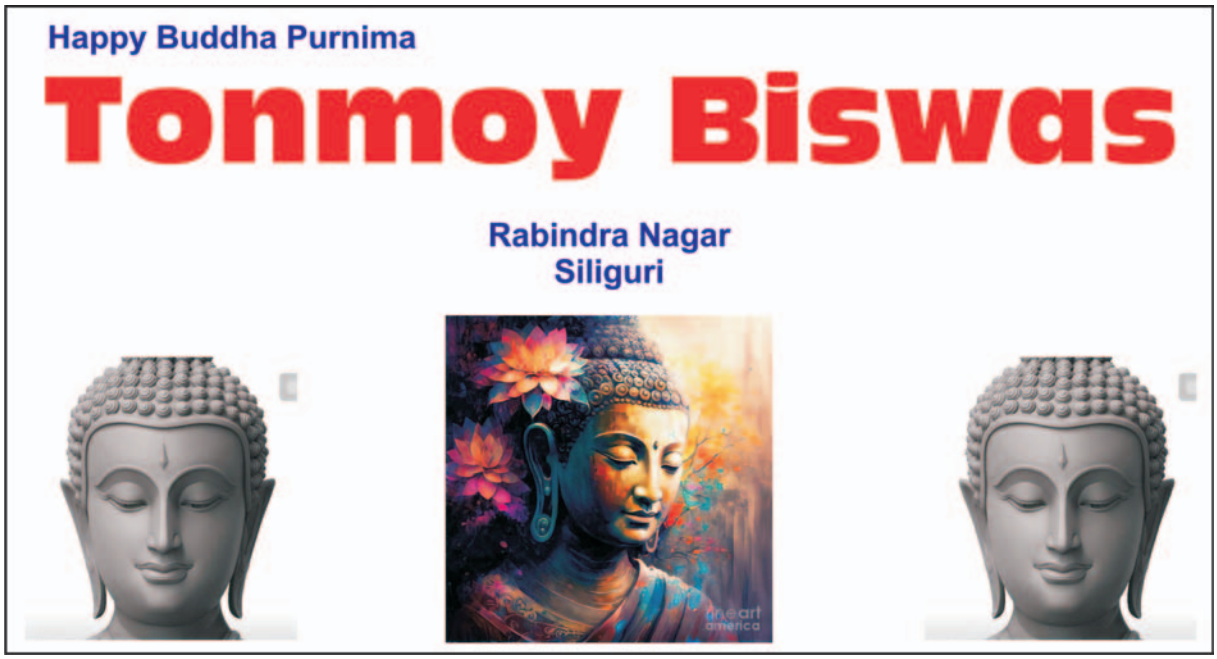

অপেক্ষা করে কি লাভ?"।

শঙ্করাচার্য বুঝলেন পদ্মপাদের অহঙ্কার হয়েছে। তিনি বললেন " গিরির মনে শ্রদ্ধা আছে। "

এদিকে গুরু শঙ্করাচার্যের কৃপায় তোটক ছন্দে শুদ্ধ সংস্কৃতে স্তুতি করতে করতে ফিরে আসছেন গিরি। সবাই তো অবাক! " এই জ্ঞান গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি হলেই হয়। মেধা দিয়ে হয় না। এমন সুন্দর ছন্দ, ভাষা, এমন প্রজ্ঞা পূর্ণ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত দেওয়া স্তুতিতে! শঙ্করাচার্য সন্ন্যাস নাম দিলেন-' তোটকাচার্য।' সবাই মুগ্ধ হয়ে গিরিকে প্রণাম করলেন।

শঙ্করাচার্যের মোট লেখা পাওয়া যায় ১৫৩টি। এর মধ্যে ২৩টি ভাষ্য, ৫৪টি প্রকরণ গ্রন্থ, বাকি সব স্তোত্র। তিনি দশনামা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তৈরি করেন। তাঁর এই চারজন প্রধান শিষ্যদের আচার্য পদের দায়িত্ব দেন, ভারতবর্ষের চারদিকে যে চারটি মঠ স্থাপন করেন তার এক একটিতে এক একজনকে। উত্তরে যোশী মঠ, পূর্বে পুরীতে গোবর্ধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ ও দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ।

১) যোশী মঠ বা জ্যোতির মঠ --আচার্য-তোটক, মহাবাক্য--অয়মাত্মা ব্রহ্ম। সন্নাস পদবী--গিরি, পর্বত, সাগর.

২) গোবর্ধন মঠ-- আচার্য--পদ্মপাদ, সন্ন্যাস পদবী-- বন ও অরণ্য। মহবাক্য--প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম

৩)সারদা মঠ-- আচার্য--হস্তামলক, সন্ন্যাস পদবী--তীর্থ ও আশ্রম। মহাবাক্য--তত্বমসি।

৪) শৃঙ্গেরী মঠ, আচার্য--সুরেশ্বর, সন্ন্যাস পদবী--সরস্বতী, ভারতী, পুরী। মহাবাক্য-- অহং ব্রহ্মস্মি। চারটি মঠের চারটি মহাবাক্য, তিনি যে দশনামা সম্প্রদায় তৈরি করেছেন সব কটি এই চারটি মঠের নিয়ন্তনাধীন। আজও এই চারটে মঠের যিনি প্রধান হন তাঁকে নানান সদগুণে বিভূষিত হয়ে আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতে হয়। এটাই শঙ্করাচার্যের অমোঘ নির্দেশ। তিনিই জগদগুরু শঙ্করাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন।

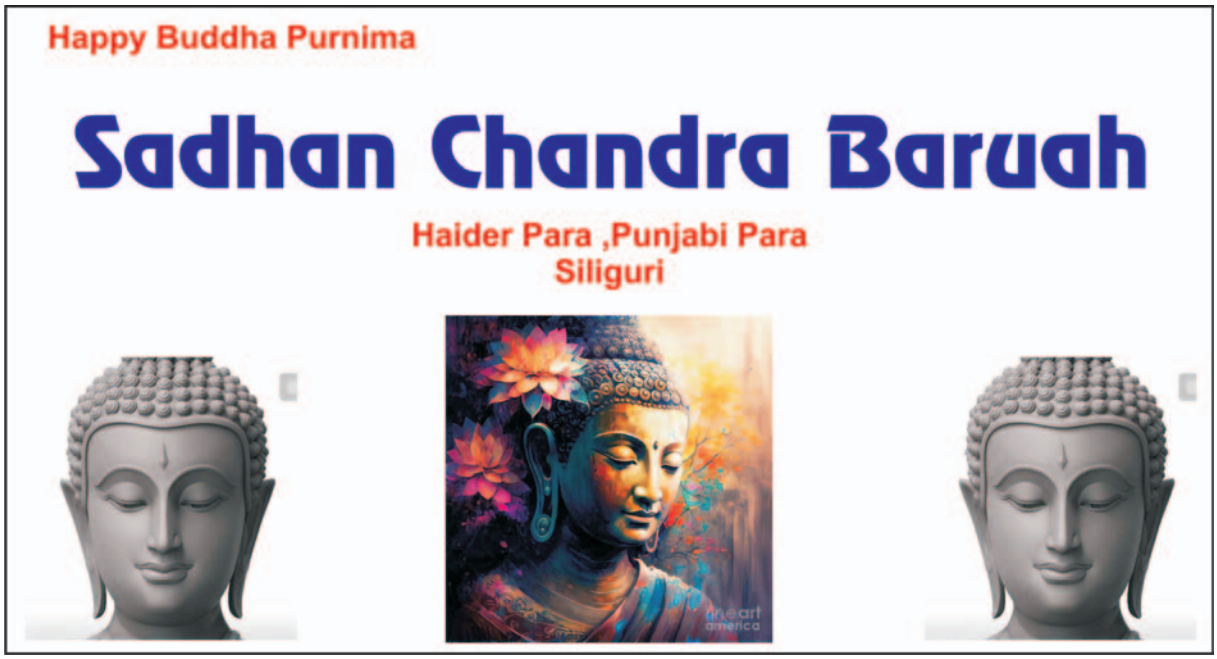

হে ভগবান বুদ্ধ

কলমে তন্ময় ঘোষ
শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি

হে প্রেমময় ফিরিয়া আসো তুমি,
ধরণীর বুকে,
হিংসা, স্বার্থ, মুছিয়া যাক
আজ একে-একে।।
হে জ্যোতির্ময় একটু কৃপা দৃষ্টি দাও
পৃথিবীর বুকে,
অহিংসার বাণী তুলিয়া ধর,
মানবের দিকে।।
শান্তি ফিরিয়া আসুক
তোমার পরশে,
খুশির প্লাবন বর্ষিত হোক,
তোমার আশিসে।

বৌদ্ধ ধর্মে প্রভাবিত দেশ

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

পৃথিবীর মানুষ বেদনার ঝোলা নিয়ে বাজার করে।
এসব কোথায় ফেলবে বুদ্ধকে প্রশ্ন করে।
জন্ম জন্মান্তর পর জন্ম নিয়ে ভাবান্তর।
গৌতমের সিদ্ধি লাভ।
শাক্য বংশের বিস্তার ঘটে মানবতায়।
বৌদ্ধ মন্দিরের সন্ন্যাস প্রচারে ধর্ম
পরিক্রমায় বহু দেশ।
তবু শান্তি নেই, রেষারেষি বাড়ছেই।

অবাক হবার কিছু নেই

কবি চন্দ্রচূড়
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে আড়াই হাজার বছর
ওই সবুজায়ন তৈরির বৃদ্ধ।
বয়স বাড়েনি। সতেজ আছে এখনো শুদ্ধ।
ব্যথা বেদনা থেকে নির্বাণ--এক-ই সূত্র
---যার নাম বৌদ্ধ।
আজও হয়নি বিকলাঙ্গ তেজ সূর্য।
ভারত, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, কোরিয়া,
চিন, তিব্বত, বর্ম সিংহল, নেপাল, ভুটান
ওরা সব এই ধর্মের দেশ।
তবুও ব্যথা বেদনা যায়নি,
দেয় যুদ্ধের হুমকি।
বলতো কি লাভ ধর্ম প্রচারে, বৌদ্ধ জৈন
ত্রিপিটক, গীতা, কোরান বাইবেলে।
আশ্চর্য এই
এই করে কাটিয়ে দিয়েছে দিন বৌদ্ধের
আড়াই হাজার বছর
খৃষ্ট দুই হাজার বছর।
মুসলমান দেড় হাজার বছর।
আজ এই সুখ শান্তি প্রেম ভালোবাসার নেই
প্রয়োজন,
যে যেখানেই থাকুক ভাল থাক আত্মীয়
পরিজন।
পৃথিবীর ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়েছে,
শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়া এখন কঠিন বাঁশের
সাঁকো ধরে।
আসছে ডিজিটাল ধর্ম,
ওরাই করবে কর্ম।
মাচির নিচের জল সরে যাবে ভেসে উঠবে
পৃথিবী।
অবাক হবার কিছু নেই
এসব আছে বাকি।

With Best Compliments From :

Tapan Mutsuddy

South Colony, Word no.8,
P.O.Malbazar ,Dist. Jalpaiguri.
President,
Bouddha kalyan Parisheva,
Uttar Banga.

Register Office.
Haidar para Bidarshan Dhyan Ashram
Haidarpara, Siliguri.

Camp Office.
Buddha jayanti Vihar
Nagrakata, Jalpaiguri.

কেন এতো দুঃখ, দুঃখ জয় করার উপায় কি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ নিজের জন্য নানান কষ্ট হাসিমুখে বরন করে নিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো একটিই, মানুষ কিভাবে সুখে শান্তিতে থাকবে। দুঃখ কেন হয়, দুঃখকে জয় করার উপায় কি-- এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গৌতম বুদ্ধ হাসিমুখে রাজ পরিবারের সুখ বৈভব ঐশ্বর্য ত্যাগ করে কষ্টকে বরন করেন। বহু সাধনার পর তিনি মানবসমাজের কাছে তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ দর্শনও মেলে ধরেন। তাঁর অন্যতম দর্শন হলো পঞ্চশীল। পঞ্চশীল মানে প্রানী হত্যা না করা,চুরি না করা, যৌন দুর্ব্যবহার না করা, মিথ্যা কথা না বলা এবং নেশা থেকে বিরত থাকা। এই সব নীতি অনুসরণ করলে সবাই ভালো থাকবে। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব বা বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে এসব বক্তব্য মেলে ধরলেন বিশিষ্ট বুদ্ধ অনুরাগী এবং কালচিনি করুনা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সম্পাদক পার্থপ্রতিম বড়ুয়া। পার্থবাবুরা ডুয়ার্সের কালচিনি এলাকায় চা বাগানের অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের এক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। কালচিনির নিমতি দোমহনিতে রয়েছে তাদের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের স্কুল করুনা বিদ্যাপীঠ। নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেনী পর্যন্ত সেই স্কুলে শুধু বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানই হয় না, তার সঙ্গে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ, পোশাক বিতরন সবই হয়। আজকের দিনে বিনামূল্যে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়, অথচ সেই কাজটি নিঃশব্দে দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছেন পার্থবাবুরা। তিনি বলেন, ভগবান গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুপ্রানিত হয়ে তাঁরা এই শিক্ষা দানের কাজ করে যাচ্ছেন সবসময়। চা বাগানের শিশুদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে দিতেও তাদের এই কর্মসূচি। এর সঙ্গে তারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারও বন্দোবস্ত করেছেন বিনামূল্যে। ২০০৫ সাল থেকে তাদের এই কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর তাঁরা শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য মেডিটেশন এর বন্দোবস্ত করতে চলেছেন। তাছাড়া আগামীতে এলোপ্যাথি চিকিৎসার জন্যও একটি কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নিচ্ছেন।

পার্থপ্রতিমবাবু আরও বলেছেন, গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশীল ছাড়াও তাঁরা আরও তিনটি দর্শনের কথা বলছেন। এক) দান , দুই) শীল, তিন) ভাবনা। দান বলতে শিক্ষা দান থেকে শুরু করে রক্ত দান, কাওকে ওষুধ দান, কারো আরোগ্য কামনা করা সহ বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক দান। শীল মানে পঞ্চশীল। এই শীল নিয়ে এই প্রতিবেদনে আগেই বলা হয়েছে। আর হলো ভাবনা,ভাবনা মানে ভালো কাজ, ভালো চিন্তা, ইতিবাচক ভাবনা, মেডিটেশন করা যাতে মনকে নিয়ন্ত্রন করা যায়। এসব করতে পারলে দুঃখকে জয় করে শান্তি এবং সুখে থাকা যাবে। আর এইসব নীতি অনুসরণ করে তা বাস্তবে প্রয়োগ করলে আগামী ২৩শে মে বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী পালন সার্থকতায় পৌঁছাবে।

কিভাবে শান্তি আসবে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আপনি যদি নিয়মিত দান করেন তবে আপনার মধ্যে শীলের চিন্তা আসবে। শীলের চিন্তা এলে আপনার মধ্যে ভাবনা আসবে। ভাবনা হলো ধ্যান।ধ্যানের মধ্যে এমন অভ্যাস নিয়ে আসতে হবে যে আপনি জন্ম মৃত্যুর এই চক্র থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। আর শীল হলো কোনো প্রানী হত্যা করবো না, না বলে কারও জিনিস গ্রহন করবো না, ছলচাতুরী করে কারও জিনিস গ্রহন করবো না, মিথ্যা কথা বলবো না, নেশা পরিত্যাগ করবো। রাত বারোটার পর ভোজন করবো না। বিছানা কখনোই রাজসিক হবে না। বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সামনে রেখে এসব বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া পঞ্জাবি পাড়া নিবাসী বিশিষ্ট বুদ্ধ অনুরাগী সাধন চন্দ্র বড়ুয়া। ৮৬ বছর বয়সে পৌঁছেও এখনও নিয়মিত ধ্যান অনুশীলন করেন সাধনবাবু। কিছুদিন আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন।বৌদ্ধ ধর্মের কঠোর নিয়মগুলো মেনে চলার জন্য সাধনবাবু মুম্বাই, বুদ্ধ গয়া, নেপালে গিয়ে রীতিমতো ক্লাস করেছেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর জন্ম বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। ১৯৪৭ সালের পরপরই তিনি চট্টগ্রাম থেকে শিলিগুড়ি চলে আসেন। শৈশব থেকেই বংশ পরম্পরা অনুযায়ী তিনি গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুসরন করে আসছেন। শিলিগুড়িতে একসময় অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের দর্শনের ওপর ধারাবাহিকভাবে কাজ করে গিয়েছেন। আজ মানুষের দুঃখ কষ্ট কমিয়ে কিভাবে শান্তি আসতে পারে তার ওপরও তিনি গৌতম বুদ্ধের দর্শন মেলে ধরেন সকলের মাঝে। খবরের ঘন্টার তরফে বর্ষীয়ান এই বুদ্ধ অনুরাগীকে বুদ্ধ পূর্ণিমার আগে সংবর্ধনা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

এই জিম সেন্টারে গিয়ে বহু মানুষ আজ নানা রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রোগ হলে আমরা ডাক্তারের পরামর্শ মেনে ওষুধ গ্রহন করি।আজকাল ঘরে ঘরে রোগ ব্যাধি। সুগার, প্রেসার , ইউরিক অ্যাসিড, স্লিপ ডিস্ক থেকে নানারকম রোগ। এই অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ মেনে অনেকে জিমে যাওয়া শুরু করেছেন। এমনকি অনেক চিকিৎসকও আজকাল জিমে যেতে শুরু করেছেন। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া আশ্রমপাড়া এলাকায় এমনই এক অন্যরকম জিম সেন্টার খুলেছেন জাতীয় স্তরের পাওয়ার লিফটার পিঙ্কু দে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাতো বটেই এমনকি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীও তাঁর জিম সেন্টারে গিয়ে নিয়মিত শরীর চর্চা করছেন। আশ্রমপাড়ার রামকৃষ্ণ রোডে সেই জিম সেন্টারের নাম ওজ দ্য পাওয়ার অফ লাইফ। সেখানে শরীর চর্চা বা ফিটনেস এর বিভিন্ন দিক ছাড়াও যোগাও শেখান পিঙ্কুবাবু। সকাল ছটা থেকে দুপুর একটা আবার বিকেল চারটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সেই ফিটনেস সেন্টার খোলা থাকে। পিঙ্কু দাবি করেন, নিয়মিত

ফিটনেস চর্চার মাধ্যমে ক্যান্সারের প্রকোপও কমে। শিলিগুড়ি শান্তিনগর বউ বাজার আমতলায় বাড়ি পিঙ্কুর। বিভিন্ন সময় জাতীয় এবং রাজ্য স্তরের পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতেছেন পিঙ্কু। একসময় জাতীয় স্তরের পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাওয়ার সময় অনেক কষ্ট করতে হয়েছে পিঙ্কুকে। অনেকের সাহায্য পাননি। আর আজ ফিটনেস সেন্টার খোলার পর অনেকে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আসছেন। শৈশব থেকেই পিঙ্কুর রয়েছে পাওয়ার লিফটিংয়ের প্রতিভা, আর আজ ৩৪ বছরে পৌঁছে সাধনা করে চলেছেন। ভবিষ্যতে জাতীয় স্তরে আরও সাফল্য অর্জনের জন্য তাঁর লড়াই চলছে।স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণামূলক উক্তি তার এগিয়ে চলার পথে বড় শক্তি।

গৌতম বুদ্ধ

পাঞ্চালি চক্রবর্তী
(সঙ্গীত শিল্পী, বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

স্কুল জীবনে গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে ততটাই জানতাম যতটা পরীক্ষায় ভালো নম্বর তোলার জন্য দরকার। অনেক পরে জানতে পারি স্বামী বিবেকানন্দ যে দুজন মহাপুরুষকে দারুনভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন তাদের একজন আলোর দিশারী যীশুখ্রীষ্ট, অপরজন অবশ্যই গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধদেবের জীবন দর্শন থেকেই তিনি শিখেছিলেন মানুষই হল উপাস্য দেবতা। মানুষের কল্যানের জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছে। পরে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবও স্বামীজিকে শিখিয়েছিলেন ' শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মন্ত্র যা তিনি আজীবন মেনে চলেছেন।

রাজকুলে জন্মেও বুদ্ধদেব সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টের কথা জেনে ব্যথায় কাতর হয়ে পড়তেন। একদিন তিনি গভীর রাতে তাঁর ঘুমন্ত স্ত্রী ,পুত্র এবং রাজসুখ বিসর্জন দিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করেন। বুদ্ধদেব ছিলেন সাম্য, মৈত্রী , প্রেম ও অহিংসার পূজারী। তাঁর মূল্যবান উপদেশ হল ত্যাগই শান্তি। বুদ্ধদেবের ধর্মই হল কর্মবাদ। বৌদ্ধ ধর্মে প্রতিশোধ বলে কিছু নেই।

বুদ্ধদেব বলেছেন সমাজে সুখে শান্তিতে থাকলে হলে হিংসা, প্রবঞ্চনা পরিত্যাগ করতে হবে। সমাজে দলাদলি ,রেষারেষি, হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে মানুষকে বিরত থাকতে হবে। সবাইকে ভালোবেসে একসাথে মিলেমিশে থাকতে হবে। সেই আবেদনই যেন রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকাশ পায় ,' কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,/কেন এ মান অভিমান। /'বিতর বিতর' প্রেম পাষান হৃদয়ে,/জয় জয় হোক তোমারি।।'

Happy Buddha Purnima

Art Galary for display of Arts drawn by Artists will be based on Global warming, Environment pollution and Human polution restriction and eradication, The Artists may contact with the members of the Sarbojonin Buddha Jayanti Committee on phone or physically!

বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ এবং মানব সমাজের দূষণ হ্রাস তথা রোধে ছবি প্রদর্শনী হবে ১৯শে মে ২০২৪ থেকে ২৩শে মে ২০২৪, সার্বজনীন বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে যে কোনো বয়সের তথা শ্রেণীর অঙ্কন শিল্পীদের ছবি জনগনের রায়ের জন্য পরিবেশন করতে আবেদন করা হচ্ছে। ইচ্ছুক শিল্পীরা কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সাক্ষাত বা ফোনের মাধ্যমে। এই কর্মসূচী সকলকে ব্যাপকভাবে শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ লগ্নে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই বুটিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শুভ অক্ষয় তৃতীয়াকে সামনে রেখে শুক্রবার শিলিগুড়ি লেকটাউনের শ্রী মা সরনিতে সুন্দর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্বর্ণালি বুটিক। রবীন্দ্র সঙ্গীত, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদাকে স্মরন করার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ধর্মী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেই বুটিক। নিষ্ঠা এবং ভক্তির সঙ্গে সেখানে পুজো হয়। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কর্ণধার লাভলি দেব সকলকে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানান। সেই স্বর্ণালি বুটিক বিগত কয়েকবছর ধরে বেশ সুনাম অর্জন করেছে শিলিগুড়ি সহ গোটা উত্তরবঙ্গে। ফলে বহু ক্রেতা সেখান থেকে শাড়ি ইত্যাদি কিনে থাকেন। অক্ষয় তৃতীয়ার সন্ধ্যায় সেই সব ক্রেতারাও উপস্থিত হয়েছিলেন স্বর্ণালি বুটিকে। ব্যতিক্রমী টোটো চালক মুনমুন সরকারও উপস্থিত হন সেই অনুষ্ঠানে। দেবাশীষ ভট্টাচার্য অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। প্রসঙ্গত বুটিকের মাধ্যমে কিভাবে মেয়েরা স্বনির্ভর হতে পারেন তার একটি নতুন উদাহরন তৈরি করেছেন শ্রীমতী লাভলি দেব। তিনি সেই বুটিকে উন্নত গুনগত মান সম্পন্ন শাড়ি ইত্যাদি রেখেছেন।ক্রেতাদের সঙ্গেও তিনি সবসময় মিষ্টি ব্যবহার বজায় রেখেছেন। ফলে ক্রেতাদের মুখে মুখে ফিরছে স্বণালি বুটিকের নাম।

পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত এবং অঙ্কন চর্চা নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে এই ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কন এবং সঙ্গীত চর্চা নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে বাগডোগরার স্কুল ছাত্রী সঞ্চিতা বড়ুয়া। এবার রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তীকে সামনে রেখে বাগডোগরার ইয়ুথ ক্লাব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে নৃত্য, সঙ্গীত এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে গ্রুপ সি বিভাগে চিত্র শিল্প প্রদর্শন করে প্রথম স্থান দখল করে সঞ্চিতা। সঞ্চিতা সেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীতও পরিবেশন করে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব সৃজন কাজে যুক্ত থাকলে মন ভালো থাকে এবং পডাশোনার প্রতি আরও উৎসাহ বৃদ্ধি পায় বলে সঞ্চিতা বিশ্বাস করে। সঞ্চিতাকে এইসব সৃজন কাজে সবসময় উৎসাহ দেয় তাঁর মা এবং বাবা প্রদীপ বড়ুয়া।এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে সঞ্চিতা। বাগডোগরার সেই ক্লাব সেদিন একইসঙ্গে তাদের ক্লাবের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীও উদযাপন করে। ক্লাবের বিভিন্ন সদস্য সঞ্চিতার সৃজন কাজের তারিফ করেন।

সাত বছর বয়সেই শরীরে চারটে অপারেশন, মা ও নার্স দিবসে অসহায় শিশুর পাশে মানবিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাস্তার ধারে পড়ে থাকা ভবঘুরেদের প্রায়ই চুলদাড়ি কেটে সেবা করে থাকেন ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বিশিষ্ট সমাজসেবী পূজা মোক্তার। বাস্তবে তথাকথিত নার্সদের মতো পোশক না পড়ে থাকলেও অসহায় ফুটপাতবাসী ভবঘুরেদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে পূজা মোক্তার বিগত কয়েকবছর ধরে ভিন্ন ধর্মী নার্স বা সেবিকা হয়ে উঠেছেন। এমনকি ভবঘুরে মানসিক ভারসাম্যহীনদের উদ্ধার করতে গিয়ে পূজাদেবী ভবঘুরেদের হাতে আক্রান্তও হচ্ছেন। সম্প্রতি ভবঘুরেদের আক্রমনে তিনি আঘাত পান। তারপরও সেবামূলক কাজ থেকে পিছু হটেননি পূজাদেবী। রবিবার ১২ই মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস এবং মাতৃ দিবস উপলক্ষে পূজাদেবী এক শিশুর চিকিৎসার জন্য মানবিক মুখ নিয়ে এগিয়ে এলেন। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার সাত বছরের শিশু সোহন পাল নানান রোগে আক্রান্ত।এই সাত বছর বয়সের মধ্যে সোহনের শরীরের চারটে অপারেশন হয়েছে। একটি অপারেশন হয়েছে হার্টে। বাকি তিনটি অপারেশন হয়েছে চোখে। সোহনের মাথায় রয়েছে ব্রেন টিউমার। কিন্তু এই বয়সে বেঙ্গালুরুর চিকিৎসকরা সোহনের ব্রেন টিউমারের অপারেশন করতে ঝুঁকি নিতে নারাজ। চিকিৎসকরা তাই ওষুধের সাহায্যে সোহনের ব্রেন টিউমার এর চিকিৎসা করছেন। কিন্তু সেই ওষুধের ডোজ তিন চার মাস পরপর পরিবর্তন করেন চিকিৎসকরা। কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে সোহনকে বেঙ্গালুরু নিয়ে যেতে পারেননি ওর বাবা রাকেশ পাল এবং মা উমাদেবী। ফলে সোহনের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরন শুরু হয়েছে অতিমাত্রায়। তার বুকে ব্যথা হচ্ছে এবং অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে উঠছে। কিন্তু টাকাপয়সার অভাবে সোহনকে নিয়ে বেঙ্গালুরু যেতে পারছেন না ওর মা বাবা। যদিও এতো যন্ত্রণার মধ্যেও সোহন কিন্তু ছবি আঁকছে। এইরকম পরিস্থিতিতে রবিবার ১২ই মে মা দিবস এবং আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বিশিষ্ট সমাজসেবী পূজা মোক্তার সোহনের বাবা মা এর হাতে বেঙ্গালুরু যাওয়া আসার জন্য ট্রেনের টিকিট তুলে দেন। পূজা মোক্তারের এই মানবিক মুখের প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান সোহনের বাবা মা। অসুস্থ সোহনকে সাহায্য করার জন্য গুগল পে নম্বর ৯৬৪১৮৯৮২৬৩। সোহন বড় হয়ে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখে। বিরাট কোহলি ওর প্রিয় ক্রিকেটার। অপরদিকে পূজা মোক্তারের কাজকে উৎসাহিত করতে সহযোগিতা করার গুগল পে নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫।

ঘৃনাকে শেষ করার উপায়

অর্পিতা দে সরকার
(সহ সম্পাদক, খবরের ঘন্টা)

'ঘৃণাকে ঘৃণা দিয়ে কখনো শেষ করা যাবে না,/ঘৃণাকে একমাত্র ভালোবাসা দিয়েই শেষ করা যেতে পারে।' গৌতম বুদ্ধের এই ইতিবাচক উক্তি একটি মানুষের এগিয়ে চলার পাথেয়। এটি একটি প্রাকৃতিক সত্য।

হ্যাঁ, আমরা সবাই জানি গৌতম বুদ্ধ হলেন বৌদ্ধ ধর্মের ২৮তম বুদ্ধ এবং একজন জ্ঞানী তপস্বী। গৌতম বুদ্ধ মিথ্যে দৃষ্টি, অজ্ঞানতা , তৃষ্ণা , পুর্নজন্ম এবং কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে পরম সুখ নির্বানের পথ শিখিয়েছিলেন।

গৌতম বুদ্ধ জ্ঞান, দয়া,উদারতা, ধৈর্য্য এবং করুনার মতো বিশেষ গুনগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের আধ্যাত্মিক প্রবনতা ছিলো এবং তিনি জীবনের প্রকৃত অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের মতবাদ বা শিক্ষাগুলো সম্পূর্নভাবে মানুষের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির লক্ষ্যে, সম্মিলিতভাবে ধর্ম বা ধম্ম নামে পরিচিত।

নিজের রাজসিক জীবন ছেড়ে জীবনের আসল অর্থ খুঁজে পেতে তিনি সহজ সরল জীবন বেছে নিয়েছিলেন। সাধারন মানুষের দুঃখ কষ্ট সমস্যার উত্তর খুঁজে বের করার জন্য তিনি জীবনের সব সুখ স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন বোধিবৃক্ষের নীচে ধ্যান করার পর গৌতম বুদ্ধ জ্ঞানলাভ করেন।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা তাঁর জীবনকথা ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ করেন।

গৌতম বুদ্ধের দর্শনের প্রধান অংশ হলো সাধারণ মানুষের দুঃখের কারণ ও তা নিরসনের উপায়।

বুদ্ধের দর্শন এক বিরাট বিজ্ঞান।মানুষ আজ হানাহানি, মারামারি করে একে অপরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা কি পারি না বুদ্ধের দেখানো পথে চলতে?পৃথিবীর এই অস্থির অবস্থার কি অবসান করতে পারি না?

একে অপরের দুঃখে দুঃখী হয়ে বুদ্ধের দেখানো পথে আমরা কি চলতে পারি না? বুদ্ধের মতে ত্যাগই হলো পরম ধর্ম আর দানই হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম। নিজেদের স্বার্থগুলোকে ত্যাগ করে অন্যের সুখ দুঃখকে আপন করার মধ্য দিয়ে সার্থক হবে বুদ্ধজয়ন্তী , এই মহামানবকে জানাই শতকোটি প্রাণাম।

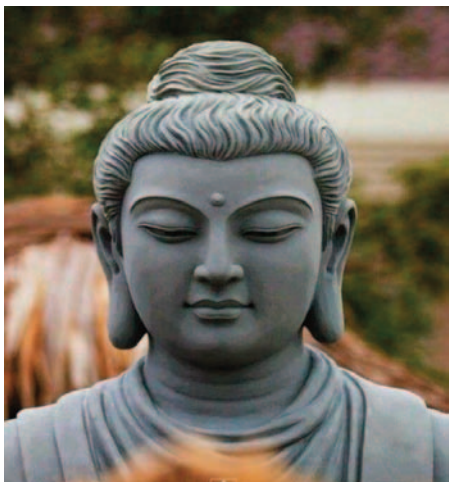

৮৭ বছরে পৌঁছেও দানের কাজ থেকে পিছু হটেননি এই শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার বুদ্ধ ভারতী হাইস্কুলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি বেশ কয়েকবছর আগেই অবসরগ্রহন করেন। এখন তাঁর বয়স ৮৭ বছর। এই বার্ধক্যে পৌঁছেও থেমে নেই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবপ্রিয় বড়ুয়া। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় তাঁর বাড়ি। শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেও শিক্ষা দানের কাজ থেকে অবসরগ্রহন করেননি দেবপ্রিয়বাবু। আর তাই তিনি শিক্ষা দানের ভাবনাতেই লেখালেখির মাধ্যমে অন্যরকম এক শিক্ষা দানের কাজে নেমেছেন। একের পর এক তিনি বই প্রকাশ করছেন। কিছুদিন আগে তাঁর লেখা একটি বই প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ মঠ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ইতিহাস নিয়ে। মোট তিনি এ পর্যন্ত পাঁচটি বই প্রকাশ করেছেন। শৈশব থেকেই তিনি মঠে মন্দিরে ঘুরে বেড়ান এবং সহজ সরল বা অনাড়ম্বর জীবনযাপনকে বেছে নেন। চলতি মাসেই তিনি ৮৭ বছরে পা রাখতে চলেছেন। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে তিনি যুক্ত। বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠ এবং গৌতম বুদ্ধের শান্তির দর্শন নিয়ে তিনি বহু দিন ধরে মানুষের মধ্যে প্রচার করে চলেছেন। এই বিশিষ্ট বৌদ্ধ অনুরাগীকে খবরের ঘন্টার তরফে সম্প্রতি সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সেই সংবর্ধনা গ্রহন করে বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সামনে রেখে দেবপ্রিয়বাবু বলেন, আজ চারদিকে হানাহানি চলছে। এই সময় শান্তি এবং মৈত্রেয়ীর ভাব প্রতিষ্ঠা করতে গৌতম বুদ্ধের দর্শন খুবই প্রাসঙ্গিক। গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে শান্তির এবং মৈত্রীর ভাব প্রতিষ্ঠা করতে বহু আলোর রাস্তা দেখিয়ে গিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধ আমাদের পঞ্চশীলের কথা বলে গিয়েছেন। পঞ্চশীল মানে আমি প্রানী হত্যা করবো না, আমি চুরি করবো না, আমি ব্যভিচার করবো না, আমি মিথ্যা কথা বলবো না এবং আমি নেশা দ্রব্য গ্রহন করবো না। এই পঞ্চশীলের তত্ব শুধু বৌদ্ধদের জন্য নয়, সমগ্র মানব সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

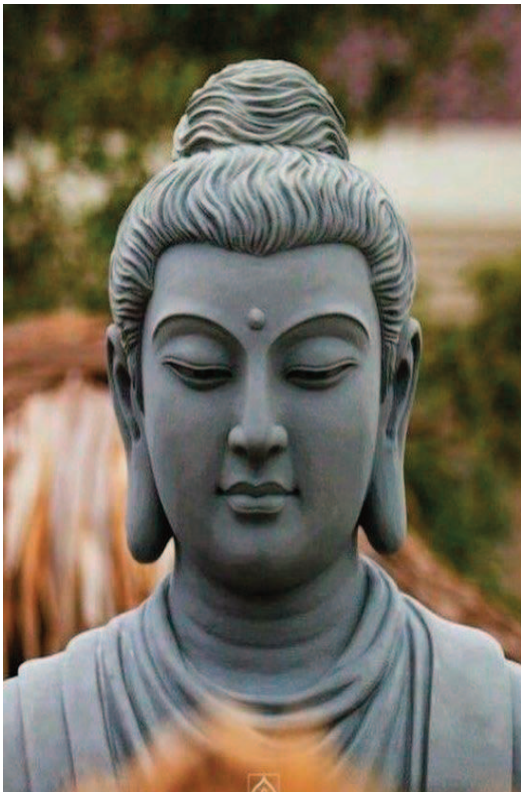

বুদ্ধ জয়ন্তীকে সামনে রেখে শিলিগুড়িতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, সঙ্গে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ গৌতম বুদ্ধের জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে আগামী ২৩শে মে শিলিগুড়ি মহাকাল পল্লীর বুদ্ধ ভারতী বৌদ্ধ বিহারে সারাদিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রক্ত দান শিবির। তার পাশাপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া কুইজ, অঙ্কন প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন সকাল আটটায় সেখানে বুদ্ধ পতাকা উত্তোলন হবে। তারপর হবে বুদ্ধপুজো। বুদ্ধ পুজোর পরপরই শান্তির বার্তা নিয়ে বের হবে এক শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। শিলিগুড়ি মহাকাল পল্লী বৌদ্ধ বিহার বুদ্ধ ভারতীর সভাপতি অভিজিৎ বড়ুয়া জানিয়েছেন, তাদের কাছে যতগুলো পূর্ণিমা রয়েছে তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণিমা হলো এই বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখি পূর্ণিমা। কারণ এই বৈশাখি পূর্ণিমাতেই গৌতম বুদ্ধের যেমন জন্ম হয়েছে তেমনি এই পূর্ণিমাতেই তিনি বুদ্ধত্ব বা জ্ঞানলাভ করেছিলেন। আবার এই পূর্ণিমাতেই তিনি মহা পরিনির্বান লাভ করেছিলেন। তাই এই পূর্ণিমা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিশেষ সময়কে সামনে রেখে শিলিগুড়ি মহাকাল পল্লীর বৌদ্ধ বিহার বুদ্ধ ভারতী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করেছে। তারমধ্যে একটি হলো লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মৈত্রেয়ীর সহযোগিতায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। তারপর রক্ত দান শিবির। এখন বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত সঙ্কট চলছে। তাই রক্তদানের মতো মহৎ দানে তাঁরা সামিল হচ্ছেন। সকালে বুদ্ধ পতাকা উত্তোলন, বুদ্ধ পুজো এবং শান্তির বার্তায় শোভাযাত্রার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এর পাশাপাশি কুইজ এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতার পর সন্ধ্যা বেলা খিচুড়ি বিতরন করা হবে।

অভিজিৎবাবু বলেন, আজ গোটা বিশ্বে জরুরি হলো শান্ত। ইজরায়েলে যুদ্ধ চলছে। আমাদের দেশেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চলছে পরস্পর হানাহানি ও হিংসা। সেই কারনে শান্তির রাস্তায় হাঁটার জন্য সকলের হৃদয় থেকে গৌতম বুদ্ধের দর্শন উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত খবরের ঘন্টার তরফে বুদ্ধ পূর্ণিমার আগে অভিজিৎবাবু এবং বৌদ্ধ বিহার বুদ্ধ ভারতীর সম্পাদক শিমূল বড়ুয়াকে খাদা পড়িয়ে এবং গাছের চারা দিয়ে সন্মান প্রদান করা হয়।

জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমে অঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ২৩শে মে বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, কুইজের আয়োজন করা হয়েছে। তার সঙ্গে সকলের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা হবে। গৌতম বুদ্ধের পুজো করার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ কীর্তনও অনুষ্ঠিত হবে। জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের অফিস সম্পাদক রাজু বড়ুয়া ওরফে খোকন এই খবর জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, বুদ্ধ জয়ন্তীর দিন দুপুরে অতিথিদের খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে তাঁরা খিচুড়ি বিতরনেরও উদ্যোগ নিয়েছেন। রাজু বড়ুয়া বলেন, এই বৈশাখি পূর্ণিমা তাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারন এই পূর্ণিমাতেই গৌতম বুদ্ধের জন্ম। আবার এই পূর্ণিমাতেই গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ হয় এবং এই পূর্ণিমাতেই তিনি মহাপরিনির্বান লাভ করেন। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন এসব নিয়েও তারা আলোচনা করবেন।

শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া শরৎ পল্লীতে বাড়ি রাজু বড়ুয়ার। গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুসরন করার পাশাপাশি তিনি গৌতম বুদ্ধের জীবন দর্শন নিয়ে কীর্তন গানও করেন। যা বুদ্ধ কীর্তন নামে পরিচিত।রাজু বড়ুয়া আবার মাস্টারদা স্মৃতি সংঘের সঙ্গেও যুক্ত। এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক কাজ করেন তিনি। তাই তাঁকে খবরের ঘন্টার তরফে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। খবরের ঘন্টার তরফে সংবর্ধনা প্রদানের সময় তাঁকে গাছের চারা উপহার দেওয়াতে তিনি খুশি হন। তিনি বলেন, পরিবেশের কথা চিন্তা করে গাছের চারা বিতরন একটি শুভ উদ্যোগ।

ধম্মপদ

তপন মুৎসুদ্দি
(সাউথ কলোনি, ওয়ার্ড নম্বর ৮, মালবাজার। সভাপতি বৌদ্ধ কল্যান পরিষেবা, উত্তরবঙ্গ)

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সামনে রেখে আমি ধম্ম পদ নিয়েই দু একটি কথা বলবো। বৌদ্ধদের সকলের কাছে পরিচিত ধম্মপদ। গোটা পৃথিবীর কাছে নৈতিক শিক্ষার জন্য জরুরি হলো ধম্মপদ গ্রন্থ। দার্জিলিংয়ে থাকার সময় ভগিনী নিবেদিতা যখন প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বোস এবং তাঁর স্ত্রী অবলা বোস প্রায়ই ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা ধম্মপদ ভগিনী নিবেদিতাকে পড়ে শোনাতেন। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা এবং বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বোস একবার এক সপ্তাহেরও বেশি সময় বোধগয়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ধম্মপদ পড়ার পরামর্শ দেন। প্রাচীন একটি ভাষা হলো পালি ভাষা। সেই ভাষায় ধম্মপদ গ্রন্থ লেখা হয়েছে। সম্রাট অশোক বিভিন্ন স্তম্ভ শিলালিপিতে ধম্মপদের নৈতিক শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ধম্মপদেরই একটি শ্লোক উল্লেখ করছি ঃ

পালি ভাষায় ঃ ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং,/অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।

এর সংস্কৃত অর্থ ঃ ন হি কদাচন ইহ বৈরানি বৈরণ শাম্যন্তি, /অবৈরণ চ শামন্তি, এষঃ সনাতনো ধর্ম্মঃ।

বাংলা অর্থ ঃ এই জগতে শত্রুতা দ্বারা কখনোই শত্রুতা দমন করা যায় না। ক্রোধহীনতা(অক্রোধ) দ্বারা ইহাকে দমন করা যায় ইহাই সনাতন ধম্ম।

এর অর্থ হলো, সংঘর্ষের ফলে সংঘর্ষ বাড়তেই থাকে। একটি লড়াই পরবর্তী লড়াইয়ের জন্মদাতা। তাই এই লড়াই , ঝগড়া হিংসা বন্ধ করার যে প্রক্রিয়া মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া , সেটাই বৌদ্ধ ধম্ম বা সনাতন ধম্ম।

আত্মত্যাগ

রিয়া মুখার্জী
(লেখিকা, শিলিগুড়ি)

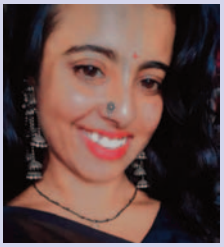

‘‘সন্তান রুপে ধরিত্রীতে পাঠিয়েছি আমি
তাহার আমি কেমনে লই বলি’’
চারিদিক হতে ভালোবাসার বাণী,
অহিংসা শিখিয়েছিলেন যিনি,
স্বয়ং দেবদূত মহামারীর সাথে লড়েছিলেন খুব,
সঠিক পথ নিয়ে বেছে নিয়েছিলেন যিনি,
ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে শান্তির বাণী প্রচার করে,
লড়েছিলেন সমাজের সাথে তিনি,
রাজপুত্র রাজ সুখ ছেড়ে পথে নেমেছিলেন
মুক্তির আসল পথ বেছে নিতে,
প্রতিটি প্রাণের মূল্য অধিক
বে
বেঁচে থাকার অধিকার সকলের আছে সঠিক,
মুক্তির আসল পথ পরিত্যাগ আর সব বেঠিক,
জনকল্যাণে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন তিনি,
নরনারী জীবজন্তু সকলকে সমানভাবে
ভালোবেসেছিলেন তিনি,
তাহার বাণী স্মরণ করে এগিয়ে চলো জীবনে,
স্বার্থপরতা নয় , ত্যাগই মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখে পৃথিবীতে।

গৌতম বুদ্ধ নিয়ে কিছু তথ্য

১) গৌতম বুদ্ধ আড়াই হাজার বছর আগে লুম্বিনীর কাছে কপিলাবস্তিতে জন্মগ্রহন করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন শুদ্ধোধন, তাঁর মা ছিলেন মায়াদেবী বা মহামায়া। শাক্য নামে ক্ষত্রিয় বংশের প্রধান ছিলেন তাঁর পিতা।

২) জ্ঞান বৃক্ষ বা বোধি বৃক্ষের নিচে আলোকিত হয়েছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতম। তারপর থেকে তাঁকে বুদ্ধ হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

৩) বুদ্ধ শব্দের অর্থ হলো আলোকিত। তিনি সাধনার মাধ্যমে যা শিখেছিলেন তা সকলকে শেখাতে শুরু করেছিলেন যাতে সবাই ভালো থাকে। অনেকেই তখন তাঁকে অনুসরন করতে শুরু করেন।

৪) বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ পাঁচ জন সাধককে তাঁর প্রথম শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কৌন্ডিন্য।

৫) সিদ্ধার্থ তখন রাজপুত্র। তিনি শিকার করবার সময় কতগুলো জিনিস প্রত্যক্ষ করেছিলেন যা তাঁর জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। তিনি একজন অসুস্থ ব্যক্তি, একজন বয়স্ক ব্যক্তি এবং এক শবযাত্রা দেখেছিলেন। তারসঙ্গে তিনি একজন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষাও করতে দেখেছিলেন। তখন তিনি বুঝতে পারেন এই পৃথিবী দুঃখে পরিপূর্ণ এবং প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধানে তখন থেকেই তিনি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করার কথা ভাবতে থাকেন।

৬) অশোক ও কনিস্কের মতো শাসকরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। অশোক বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান সংস্করন অনুসরন করেছিলেন, কনিষ্ক বৌদ্ধ . কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান সংস্করন অনুসরন করেছিলেন।

৭)বৌদ্ধ ধর্মের আটটি প্রতীক । সিংহাসন, স্বস্তিকা, হাতের ছাপ, হুক করা গিঁট, গহনার ফুলদানি, জল মুক্তির ফ্লাস্ক, মাছের জোড়া, ঢাকনা দেওয়া বাটি। বৌদ্ধ ধর্মে এই আটটিকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে উল্লেখ করা আছে।

৮) কার্লসনের মতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান তিনটি প্রতীক হলো বোধিবৃক্ষ, ধর্ম চাকা এবং স্তূপ।

অহিংসা ও করুনার বার্তা দিয়ে গিয়েছেন গৌতম বুদ্ধ

শুক্লা বড়ুয়া
(গুয়াহাটি)

সকলকে নমস্কার এবং বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা সকলের প্রতি। আমি অসমের গুয়াহাটি থেকে বলছি। আমি ভগবান গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুসরন করি। কারণ ভগবান গৌতম বুদ্ধ হলেন একজন মহান প্রদীপ। তিনি আমাদের আলোর পথ দেখিয়ে গিয়েছেন যাতে আমরা সবাই ভালো থাকতে পারি। সুখদুঃখের এই পৃথিবীতে কিভাবে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে তার রাস্তা সুন্দরভাবে দিয়ে গিয়েছেন গৌতম বুদ্ধ। তাঁর দর্শন আমাদের সঠিক চিন্তা এনে দেয়, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে সুন্দরভাবে উদ্দীপ্ত করে। তাঁর দর্শনের ধারায় আমরা সকলে আলোকিত হয়েছি। এই দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে আমরা তাঁর দর্শনে অতীব ভালো পথ খুঁজেপেয়েছি। তিনি পৃথিবীতে অহিংসা ও করুণার বার্তা শেখাতেই এসেছিলেন। তিনি পঞ্চশীলের দর্শন ছাড়াও অনেক বাণী দিয়ে গিয়েছেন আমাদের জন্য। যেমন----

এক) অনিয়ন্ত্রিত মন মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে। মনকে প্রশিক্ষিত করতে পারলে চিন্তাগুলোও তোমার দাসত্ব মেনে নেবে,

দুই) প্রত্যেক অভিজ্ঞতা কিছু না কিছু শেখায়। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা আমাদের ভুল থেকেই শিখি,

তিন) শান্তি মনের ভিতর থেকে আসে, তাই সেটা ছাড়া শান্তির অনুসন্ধান করো না,

চার)জীবনের প্রথমেই ভুল হওয়া মানেই এই নয় এটিই সবচেয়ে বড় ভুল। এর থেকে শিক্ষা নিয়েই এগিয়ে যাও।

পাঁচ)অতীত নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ো না, ভবিষ্যতের স্বপ্নে হারিয়ে যেও না, বর্তমানের দিকে মনোযোগ দাও। এটাই সুখী হওয়ার একমাত্র উপায়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা জানাতে চাই। ভগবান গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বান হয়েছিল কুশী নগরে। সেখানে আমরা সপরিবারে গিয়েছিলাম ২০১৯ সালে । ওখানে গিয়ে মনটা অন্যরকম হয়ে ওঠে। গৌতম বুদ্ধ আমাদের আলোর রাস্তা দেখিয়ে গিয়েছেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।